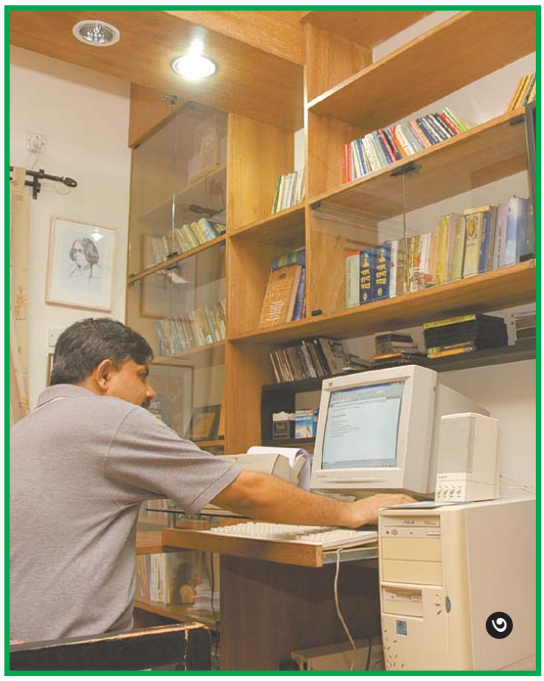

তারকাদের সবকিছুই পাঠকদের আকর্ষণ করে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনও এই আগ্রহের বাইরে নয়। খ্যাতিমান লেখক, স্থপতি, মডেল তারকাদের ঘরবাড়ি, স্থাপত্য ভাবনা নিয়ে লিখেছেন **আরিফ খান**

খ্যাতিমানদের অ্যাপার্টমেন্ট

১ K_v mvwnwZ¨K iv‡eqv LvZb Zvi WBs i“‡g

২ A¨vcvU‡g›UB Awdm Kvg G›Uvi‡UBb i“‡g ¯cwZ Gbvgj Kwig wbSi

৩ A¨vcvU‡g‡›Ui GKwU i“g mwR‡q‡Qb †jLv‡jwLi Rb¨ Awbmj nK

৪ cwiev‡ii mevB‡K wb‡q g‡Wj †bv‡ej A¨vcvU‡g‡›U D‡V‡Qb m¤cwZ

খোলামেলা অ্যাপার্টমেন্টে রাবেয়া খাতুন

ইস্কাটন গার্ডেনে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ১২তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১১ তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। একই বিল্ডিংয়ে ৬টি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম থেকে। এর মধ্যে তিনটি তার তিন ছেলেমেয়ের। অন্য তিনটি ইমপ্রেসের পার্টনারদের।

ফ্ল্যাটটিতে কয়েক বছর ধরে থাকলেও ইস্কাটন এরিয়াতেই রাবেয়া খাতুন থাকছেন অনেক বছর।

তাই ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে এ এরিয়াকেই গুরুত্বের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন তিনি। ইস্কাটন গার্ডেনের যে জায়গাটিতে ফ্ল্যাটটির অবস্থান, আগে এর নাম ছিল 'সবজি বাগান'। এখানেই ছিল একটা বড় আম বাগানের মাঝখানে তিনতলা বাড়ি। বাড়িটির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় রাবেয়া খাতুন ভাবতেন এমন একটা বাড়িতে যদি থাকা যেতো! নিজের বাড়ি করার ব্যাপারে এমনই পরিকল্পনা ছিল তার। ছিমছাম আলাদা একটা বাড়ি। চারদিকে খোলা বাগান কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে আপস করতে গিয়ে বেছে নিলেন ফ্ল্যাটবাড়ি। তার মতে, বিশেষ করে নিরাপত্তাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। দিনের কোনো না কোনো সময় কাউকে না কাউকে একা থাকতে হয়। কাজেই সবদিক বিবেচনা করেই এ ফ্ল্যাট নেয়া। ফ্ল্যাটটিতে তার সঙ্গে থাকেন বড় ছেলে চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও লেখক ফরিদুর রেজা সাগর, তাঁর স্ত্রী কনা রেজা ও দুই মেয়ে। ২ হাজার ৬০০ স্কয়ার ফুটের এই ফ্ল্যাটটিতে আছে তিনটি বেডরুম একটি গেস্টরুম, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, দুটি বারান্দা, চারটি বাথ। প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকেই বেশ খানিকটা স্পেস। এখানে বইয়ের দুটি বড় আলমারি। শুধু আলমারি দুটিতেই নয়, সারা বাড়িতে অসংখ্য বইয়ের ছড়াছড়ি। বাড়ির ফ্লোর মার্বেল পাথর আর টাইলস দিয়ে করা। দরজার পাশেই সাভারের কোনো এক জমিদারবাড়ি থেকে আনা বিশাল ওজনের একটি লোহার মূর্তি, যা তিনি নিজে সংগ্রহ করেছেন। ড্রাইংরুমে আছে দু সেট সোফা, একটি সেন্ট্রাল টেবিল, বিদেশের নানা রকম শোপিস এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে পাওয়া মা ও ছেলের সাফল্যের ট্রফি। ড্রইং রুমের একপাশের দেয়ালে কয়েকটি ফ্যামিলি

ছবির পাশাপাশি চিত্রকর্মও স্থান পেয়েছে। স্লাইড দরজা পার হয়ে ডাইনিং আর ফ্যামিলি লিভিং একসঙ্গে। তিন কোণে তিনটি বেড। এর একটিতে থাকেন রাবেয়া খাতুন। পুরো ফ্ল্যাট সাজানো-গোছানোর কাজটি কনা রেজা করেন। তবে শাশুড়ির মতামত নেন অবশ্যই। নিজের বেডরুমটি রাবেয়া খাতুন সাজিয়েছেন তার পছন্দ মতোই। কাঠের ওপর পিতলের কাজ করা খাট ও আলমারি। সঙ্গে একটা ড্রেসিং টেবিল ও ছোট আলমারি। এছাড়া টেলিভিশন,

মিউজিক সেন্টার। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে তাঁর লেখার টেবিলটি। যা ৫৫ বছর ধরে আছে তার সঙ্গে। লেখালেখির জন্যই টেবিলটি কিনে দিয়েছিলেন স্বামী সংবাদিক ফজলুল হক। রাবেয়া খাতুনের সংগ্রহে আছে নানা দেশের ক্রিস্টাল, যা তার অনেক পছন্দের।

এই ফ্ল্যাটটির সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তার চারদিকই খোলা। রাবেয়া খাতুনের বেডরুমটির সঙ্গে একটা বারান্দা। এখানে নিজের হাতে করে নিয়েছেন সুন্দর একটা ফুলের বাগান। এই বারান্দা থেকে দুচোখ যত দূর যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ। বারান্দায় একটা রকিং চেয়ারে বসে গান শুনতে শুনতে অবসরের অনেকটা সময় কাটিয়ে দেন রাবেয়া খাতুন।

১ WBsi“gwU‡Z i‡q‡Q †`k-we‡`‡ki †kwcm Avi A¨vIqvW

২ GB †UwejwU‡Z e‡mB wZwb wj‡L hv‡”Qb 55 eQi a‡i

৩ d¨vwgwj wjwfswUi wZb cv‡k wZb †eW

৪ WvBwbswU‡Z `vgx †Uwe‡j i‡q‡Q wkí

৫ wb‡Ri †eW i“gwU mvRvb wb‡Ri nv‡ZB

এনামুল করিম নির্ঝরের স্বপ্নের অ্যাপার্টমেন্ট

যিনি নিজেই সাজিয়ে দেন অন্যদের ঘর-বাড়ি, তার ঘর কেমন হবে? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া হলো স্থপতি ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এনামুল করিম নির্ঝরের ফ্ল্যাটে। যিনি লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। গুলশানে শুধু নিজের ফ্ল্যাটটি নয়, পুরো ফ্ল্যাট বাড়ির নির্মাণ হয়েছে তার প্ল্যানে। এ রকম কিছু ফ্ল্যাট বাড়ি ঢাকায় তো আছেই। রয়েছে চট্টগ্রামেও। তবে গুলশানের ফ্ল্যাটটি তিনি নিয়েছেন নাভানা থেকে। নিজের ফ্ল্যাটের ব্যাপারে নয়, একজন স্থপতি হিসেবে যেকোনো ফ্ল্যাট বাড়ির ক্ষেত্রে তিনি কিছু বিষয় মেনে নেয়ার পক্ষপাতি। যেমন পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দেয়া। এতে একটা মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সাহায্য হয়। অর্থাৎ ওরিয়েন্টেশনের সুবিধা হয়। এ ফ্ল্যাট বাড়িটি এমনভাবে করা, এর চারদিকে রয়েছে আলো-বাতাসের খেলা। রয়েছে শিশুদের জন্য প্লে গ্রাউন্ড। চারদিকে ছেড়েছেন যথেষ্ট জায়গা। এবার আসি নির্ঝরের ফ্ল্যাটটিতে। বিশাল স্পেসের ড্রইংরুমটিতে ঢুকেই একটা রিলিফ মনে হয়। নেই কোনো ফার্নিচারের আধিক্য এবং অন্য কোনো চাকচিক্য। সাধারণ কিন্তু রুচির ছোঁয়া মুগ্ধ হওয়ার মতো। ব্যতিক্রম ডিজাইনের এক সেট সোফা, একটা ডাইনিং সেট। নিজেরই তোলা কিছু আলোকচিত্র, একটা বইয়ের ক্যাবিনেট। ড্রইংয়ের পাশেই বারান্দার মতো আরেকটা স্পেস। ঢুকে বামে প্রথমে তার একটা অফিস রুম। এটাও বিশাল স্পেসের। এরপর পরপর দুটি বেড। পুরো বাড়িতেই ফার্নিচার খুব কম। বেশির ভাগ ফিটেট ফার্নিচার। এতে প্রতিটি জায়গার ব্যবহার হয়। তিনি মনে করেন, ঘরের সঙ্গে অভ্যাসের সমন্বয় দরকার। যতোটা জায়গা থাকে তাকে প্রোপারলি ব্যবহার করা। হোক বড় কিংবা ছোট। শুধু প্রসেসটা জানতে হবে। ৫০০ স্কয়ার ফুটের বাসাও সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। এ ক্ষেত্রে আর্কিটেক্ট বা ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের সাহায্য নিলে ভালো হয়। অনেকে এটা খরচের ব্যাপার মনে করেন। কিন্তু নির্ঝর সেটা মনে করেন না। এটা ইচ্ছার ব্যাপার। একটা মানুষ যখন তার স্থায়ী বাসস্থান বেছে নেয়, তখন অনেক ভেবেই কাজটা করা উচিত। থাকার জন্য থাকা নয়, সুন্দরভাবে থাকা। তবে বেশ সহজভাবে। আড়ম্বর যত বেশি থাকে, লাইফ তত কম্প্লিকেড হয়। তিনি মনে করেন প্রতিটি জড় বস্তুর সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক থাকে। সম্পর্কটা হচ্ছে ভালো থাকার। থাকার বাসাটা শান্তির জায়গা করতে হলে নিজের ফিলোসফি জানা দরকার। তাই এনামুল করিম নির্ঝর তার নিজের বেডরুমটির সঙ্গে প্রকৃতির একটা ছোঁয়া রেখেছেন সুন্দর একটি বাগান করে। পাশাপাশি প্রতিটি রুমে রেখেছেন সঙ্গীতের ছোঁয়া।

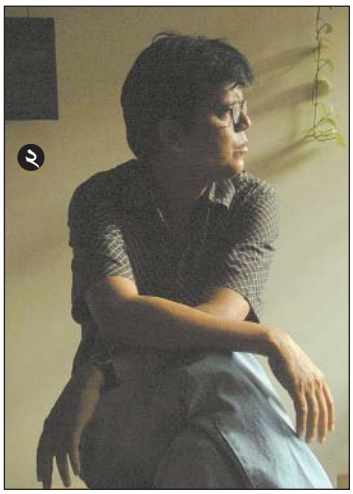

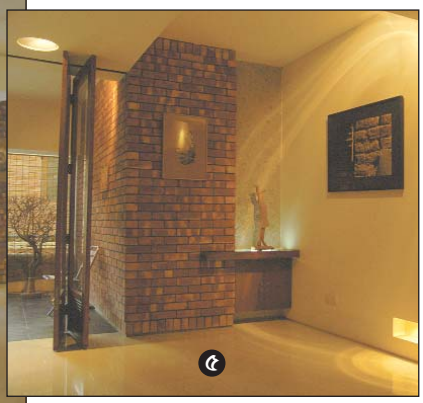

১ A¨vcvU©‡g‡›U †_‡K I ivL‡Qb cKwZi †Qvqv

২ GB RvqMvq e‡m KvwU‡q †`b A‡bKUv mgq

৩ †Lvjv‡gjv †¯úm wb‡q WBs Avi WvBwbs

৪ †eW i“gwU‡Z †i‡L‡Qb eo †¯úm

৫ c‡iv i“gwU‡ZB i‡q‡Q Av‡jvi †Ljv

ধানমন্ডির অ্যাপার্টমেন্টে আনিসুল হক

কোনো একটা কাজে স্ত্রী মেরিন ইয়াসমিন গিয়েছিলেন দেশের বাইরে। এর ফাঁকে লেখক, সাংবাদিক আনিসুল হক সুন্দর করে সাজিয়ে নিলেন তার ড্রইংরুমটি। স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেবেন। তিনি এলেন। ড্রইংরুমটির দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আনিসুল হকের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে বললেন, এটা কি কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট? বলেই কাঁদতে থাকলেন। বেকায়দায় পড়ে গেলেন আনিসুল হক। এরপর যত দ্রুত সম্ভব চেইঞ্জ করলেন এর ডেকোরেশন। ছিমছাম সুন্দর ছবির মতো একটা ড্রইংরুম এখন। প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ হওয়ার মতো।

১ cavb `iRvi †mvRvmywR WvBwbs i“g

২ c‡iv WBs i“g R‡o i‡q‡Q wk‡íi †Qvqv

৩ wiwWs i“‡g Avwbmyj nK

৪ wQgQvg †i‡L‡Qb †eWi“gwU

৫ †g‡qi cQ‡›`B mvRv‡bv Zvi †eW i“g

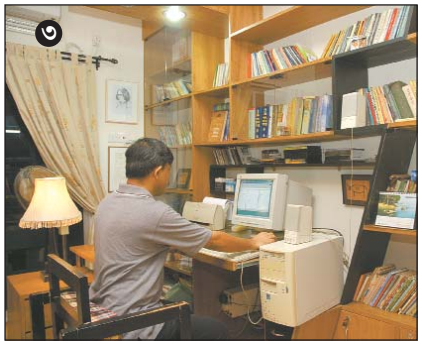

হাতিল থেকে কেনা সোফাসেট ছাড়াও ফ্লোরে কাঠের তৈরি বসার ব্যবস্থা। দেয়ালে একপাশে জয়নুল, এসএম সুলতানদের আঁকা চিত্রকর্ম। অন্যপাশে মারুফ ও নয়নের করা পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। আর রয়েছে টেলিভিশন। এই দম্পতির রুচির পরিচয় পাওয়া যায় লিফ্‌ট থেকে নেমে দরজায় তাকালেই। সুন্দর রঙ আর কারুকাজের সমন্বয় প্রধান দরজায়। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানে ড্রইং সোজাসুজি ডাইনিং। তিনদিকে তিনটা বেড আর একদিকে আনিসুল হকের লেখালেখির রুম। এ রুমে কম্পিউটার টেবিলসহ রয়েছে বইয়ে বইয়ে ঠাসা দুটি ক্যাবিনেট। ডাইনিং টেবিলটা হাতিলের। আর ক্রোকারেজ কেবিনেট ক্যাটালগ দেখে পছন্দ করেন স্ত্রী মেরিন ইয়াসমিন। অর্ডার দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন, একইভাবে করেছেন বেডরুমের খাটটিও। তবে পুরো বাড়ির ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের কাজটি করেছেন এ হোম স্টিভের ফারহান, শিশির ও নোমান। এখানে অবশ্য একটা গল্প আছে। ফ্ল্যাট কীভাবে সাজাবেন সেটা ঠিক করার জন্য বিভিন্ন বাসায় ঘুরে বেড়াতেন। এমনকি অপরিচিতদের বাসায় গিয়েও বলতেন আপনাদের বাসাটা একটু দেখতে চাই। এভাবেই একটি বাসার ইন্টেরিয়র পছন্দ হয়ে গেল। তাদের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করলেন। দেখলেন সবাই বুয়েটের ছাত্র। কাজেই আর কোনো সমস্যা হলো না। ফ্ল্যাটটির কোনো জায়গায় তারা আর্টিফিশিয়াল ভাব রাখতে চাননি। এমনকি রঙের ক্ষেত্রেও। হালকা রঙই বেছে নিয়েছেন। শুধু একমাত্র মেয়ের রুমটি সাজিয়েছেন তার পছন্দের রঙ ব্লু আর পিংক দিয়ে। ম্যাচিং করে টাইলস্‌ ও ফার্নিচার। সারা বাড়ির ফ্লোরে কাঠ কালারের টাইলস। তবে বেডরুমটির ফ্লোর কাঠের তৈরি। এ ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে অদ্ভুত সব মুখোশ, যা নানা দেশ থেকে কালেকশন করেছেন তার স্ত্রী।

ধানমন্ডিতে ১ হাজার ৭০০ স্কয়ার ফুটের এই ফ্ল্যাটটি নেয়ার আগে লোকেশন হিসেবে বেছে নিয়েছেন এমন একটি জায়গা যা তার সমস্ত কর্মক্ষেত্র থেকে কাছে হবে। গুরুত্ব দিয়েছেন কত তলা হবে, কতোটা ফ্যামেলি থাকবে, দক্ষিণ দিকের বাতাস কতোটা আসবে, পানি-বিদ্যুৎ ঠিকমতো থাকবে কি না- এসব বিবেচনায় তার পছন্দ হয়ে যাওয়ায় কিনে ফেলেন আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপের এই ফ্ল্যাটটি।

নোবেলের ছিমছাম অ্যাপার্টমেন্ট

নোবেল তার ফ্ল্যাটটি নিয়েছেন গুলশানে। আর এই লোকেশন বেছে নিয়েছেন অনেক হিসাব করে। আশপাশে কোনো ফ্ল্যাট বিল্ডিং হচ্ছে কি না, হলেও কতোগুলো বা কতো দিন পর হতে পারে। হিসাবে ভালো রেজাল্ট পেয়ে বেছে নিলেন গুলশানে প্রাসাদ নির্মাণের এই ফ্ল্যাটটি। এর আশপাশে যা আছে তাতে মনে হলো, এখানে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের সম্ভাবনা খুব কম। লোকেশনের পর নোবেল প্রায়োরিটি দিলেন ফ্ল্যাট বাড়ির আউটলুক। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভেতরের দিকে সুন্দর হলেও বাইরে থেকে দেখে ভালো লাগে না। নোবেল এমন চাইলেন যে ভেতরে তো অবশ্যই, বাইরে থেকেও যেন মনে হয় সুন্দর এবং মনোরম একটা ফ্ল্যাট বাড়ি।

২ হাজার ২০০ স্কয়ার ফুটের এ ফ্ল্যাটটি কেনার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করেছেন স্থপতি এনামুল

১ eo †¯ú‡mi WvBwbswU mvRv‡bv PgrKvi AvawbKZvq

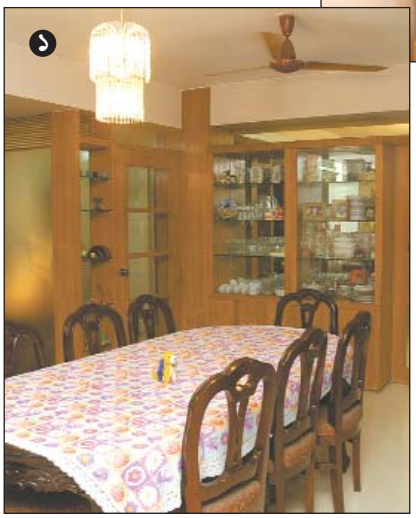

২ ev”Pv‡`i i“‡g XK‡jB †evSv hvq GUv Zv‡`i Rb¨B Kiv

৩ †eWi“gwU †i‡L‡Qb †Lvjv‡gjv

৪ WBsi“gwU mvRv‡Z †f‡e‡Qb A‡bK

৫ Kvš ki‡i kwši Avkq

করিম নির্ঝর। শুধু তাই নয়, ফ্ল্যাটটি সাজাতেও সাহায্য করেছেন তিনি। নানা রকম কাঠ আর কাচের সমন্বয়ে পার্টিশন আর ওয়াল কেবিনেট। ঢুকেই বামদিকে ড্রইং আর সোজাসুজি এন্ট্রেস। এন্ট্রেসটি বেশ সুসজ্জিত। ড্রইংরুমে দুই সেট সোফা, সেন্ট্রাল টেবিল, দুটি কেবিনেট আর সুমনা হকের পেইন্টিং দিয়ে সাজানো। রয়েছে দুটো শোকেস, যাতে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পূর্ণ। ড্রইং বরাবর ডাইনিং। চারদিকে বেডরুমগুলো- একটা নোবেলের,

একটা তার বাবা-মায়ের, অন্যটি সন্তানদের। একপাশে আছে ছোট ভাইয়ের বেড। আর কিচেন তো আছেই। ডাইনিংয়ে সুন্দর একটা ক্রোকারেজ কেবিনেট, ডাইনিং টেবিল এবং টেলিভিশন। সন্তানদের রুমটি কালারফুল করে করা। রুমটিতে ঢুকলেই মনে হবে এটা শিশুদের। নোবেলের বেডরুমটি সিম্পলের মধ্যে সুন্দর। বিশাল আকৃতির বেডটিতে একটি খাট আর ওয়াল কেবিনেট। লাগোয়া রয়েছে ড্রেসিংরুম আর বাথ। আর রয়েছে বেশ বড় একটা বারান্দা। নোবেলের এই ফ্ল্যাটটি সাজাতে নির্ঝর ছাড়াও তাকে সাহায্য করেছেন বন্ধু মিঠু। সোফার কাপড়, সেন্ট্রাল টেবিল, পেইন্টিং এসব ব্যাপারে মিঠুর সাহায্য ছিল অনেক। আর ঝাড়বাতি এবং লাইটের বিষয়গুলো দেখেছেন স্ত্রী সৈয়দা সাজেদ শম্পা। যিনি এইচএসবিসি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। কাচের মধ্যে কারুকাজ কাজী রাকিবের। এভাবে নানাজনের নানা আইডিয়ার সমন্বয়ে নোবেল সাজিয়েছেন তার স্বপ্নের ঘর।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**